R-12

শ্রমিক স্বার্থবাহী নয় ই.সি.এল-এর পুনরুজ্জীবন প্রকল্পগুলি

কালীপদ সরকার

ই.সি.এল-এর পুনরুজ্জীবন নিয়ে ধারাবাহিক মস্তিষ্ক মন্থন চলছে, তৈরি হয়েছে নানা প্রস্তাব। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। মূল উদ্দেশ্য এখন একটাই—অলাভজনক খনিগুলি বন্ধ করে, শ্রমিক ছাঁটাই করে, লাভজনক খনি বা প্রজেক্টগুলি বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া।

কোলইন্ডিয়া লিমিটেড-এর (সি.আই.এল) একটি সংস্থা ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ই.সি.এল)। ভারতের অন্যান্য কয়লা কোম্পানিগুলির তুলনায় সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক ভূগর্ভস্থ খনি থাকার কারণে, ভৌগোলিক ভূতাত্ত্বিক ও অবস্থানগত প্রতিকূলতা ও জটিলতার কারণে এবং প্রশাসনিক অদক্ষতা ও দুর্নীতির কারণে ই.সি.এল-এর খনিগুলি লোকসানে চলছে। কোল প্রাইস রেগুলেটারি একাউন্ট-এর অনুদান বন্ধ হওয়া এবং ১৯৯৬-৯৭ থেকে কেন্দ্রীয় বাজেট বন্ধ হওয়ার কারণে ই.সি.এল রুগ্ন হয়ে পড়ে।

ই.সি.এল-এর পুঞ্জীভূত লোকসান মূলধনের পরিমাণকে ছাড়িয়ে গেলে ১৯৯৭-এর ৩১ মার্চ 'সিকা' আইন অনুযায়ী পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠনের জন্য তাকে বি.আই.এফ.আর-এ পাঠানো হয়। তারপর তার মোট ঋণকে মূলধন-এ রূপান্তরিত করে অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসের দ্বারা ১৯৯৮ সালের ৩১ মার্চ বি.আই.এফ.আর-এর বাইরে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু লোকসানের মাত্রা অব্যাহত থাকায় ১৯৯৯-এর ৩১ মার্চ তার 'নিট-ওয়ার্থ' আবার ঋণাত্মক হয়ে পড়ে এবং ই.সি.এল-কে দ্বিতীয়বারের জন্য বি.আই.এফ.আর-এ পাঠানো হয়।

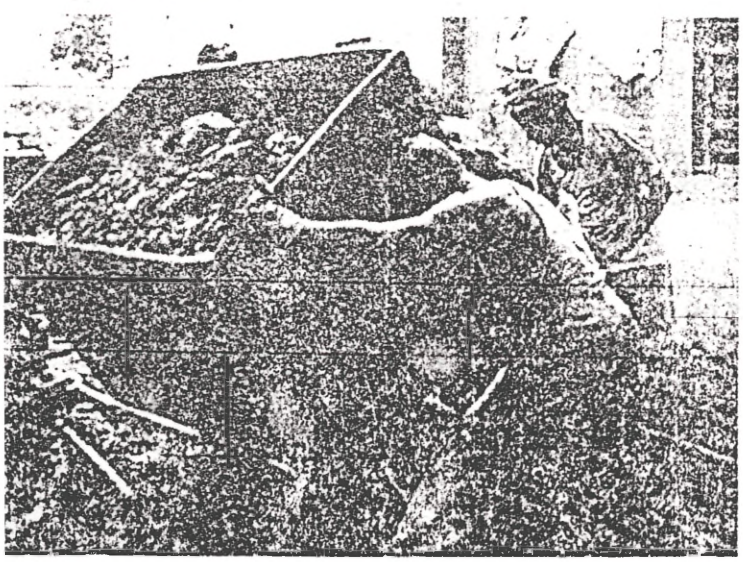

ইতিপূর্বে কোলইন্ডিয়া লিমিটেড ১৯৯৭-এর জুলাই মাসে আই.সি.আই.সি-আই.-কে ই.সি.এল-এর পুনরুজ্জীবন প্রকল্প রচনার দায়িত্ব দেয়। আই.সি.আই.সি.আই ৩১-৮-৯৮ তারিখে তাদের অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট এবং ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে ফাইনাল রিপোর্ট জমা দেয়। সেই রিপোর্ট কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রক, খনিমন্ত্রক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ের ক্যাবিনেট কমিটি হয়ে—মতামতের জন্য অর্থমন্ত্রকের কনস্ট্রোলার জেনারেল অব একাউন্টস্ (সি.জি.এ.)-এর কাছে পৌঁছয়। সি.জি.এ এই প্রস্তাবিত প্রকল্পকে এবং একই সঙ্গে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রস্তাবটিকেও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেনি।

সি.জি.এ. ইস্টার্ন কোলফিল্ড-এর পুনরুজ্জীবন প্রকল্পের বিষয়ে দুই পর্বে কিছু সুপারিশ করে পাঠায়। সি.জি.এ-র এই সুপারিশগুলি হাজির করার প্রসঙ্গে নানা প্রকার জটিলতার সম্ভাবনা ছিল এবং এর উপযুক্ততা ও যথার্থতা নিয়েও বিভিন্ন মহলে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রকের সেক্রেটারি ই.সি.এল কর্তৃপক্ষকে একটি গ্রহণযোগ্য পুনরুজ্জীবন প্রকল্প রচনার ও বাস্তবায়িত করার বিস্তারিত রূপরেখা নির্ণয়ের নির্দেশ দেন। এইভাবে রচিত পুনরুজ্জীবন প্রকল্প ১০.৮.২০০১-এ ই.সি.এল-এর বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্-এর অনুমোদন লাভ করে এবং কোলইন্ডিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে 'সিকা' আইনের ১৭/৩ ধারা অনুযায়ী বি.আই.এফ.আর স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া-কে ২৭.২.২০০১-এ ই.সি.এল-এর অপারেটিং এজেন্সি হিসাবে নিয়োগ করে। ই.সি.এল-রচিত পুনরুজ্জীবন প্রকল্পের কপি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াকেও দেওয়া হয়। ১৬.১১.২০০১ তারিখে কোলইন্ডিয়ার ১৯৯-তম বোর্ড মিটিং-এ এই পুনরুজ্জীবন প্রকল্প অনুমোদিত হয় এবং তা বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার পর বিভিন্ন প্রকার সমীক্ষা, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার পর অপারেটিং এজেন্সি হিসাবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ২০০২-এর জুন মাসে ই.সি.এল এর জন্য এক 'খসড়া পুনরুজ্জীবন ও পুনর্বাসন প্রকল্প' জমা দেয়।

ই.সি.এল-এর ঘুরে দাঁড়ানো এবং পুনরুজ্জীবন

প্রসঙ্গে তাই ধারাবাহিক মস্তিষ্ক-মন্থনের কাজ চলছে। বিভিন্ন এজেন্সির প্রস্তুত করা নানা প্রস্তাব জমা পড়েছে, কিন্তু সেগুলি টেকনিক্যালি গ্রহণযোগ্য কিনা এবং শ্রমিক স্বার্থের পক্ষে অনুকূল হবে কিনা তা নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে যথেষ্ট সন্দেহ ও মতপার্থক্য আছে। এই নিবন্ধে ই.সি.এল-এর বিভিন্ন পুনরুজ্জীবন প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হল।

❑

আর সি আই সি আই-এর রিপোর্ট

১৯৯৮ সালে আই সি আই সি আর-এর অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টে ই সি এল-এর খনিগুলিকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়—

গ্রুপ-১ : লাভজনক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন খোলামুখ খনি,
গ্রুপ-২ : অলাভজনক এরিয়ার খনি,
গ্রুপ-৩ : উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন লংওয়াল খনি,
গ্রুপ-৪ : প্রতিকূল পরিবেশ সম্পন্ন খনি।

২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে দেওয়া আই সি আই সি আই-এর ফাইনাল রিপোর্টের মূল বিষয়গুলি হলো ঃ

ক) ৪নং গ্রুপ-এর ৬টি এরিয়ার প্রতিকূল পরিবেশ সম্পন্ন ৬৪টি কয়লাখনি ই.সি.এল থেকে পৃথক করে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্পণ করা। যদি প্রয়োজন হয়, কেন্দ্রীয় সরকার এই সব খনি বন্ধ করার পদ্ধতি নির্ণয় করবে।

খ) সরকারের হাতে ৫১ শতাংশ নিয়ন্ত্রণের অধিকার রেখে বাকি তিনটি গ্রুপ-এর কয়লাখনিগুলিতে বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ-উদ্যোগের ব্যবস্থা করা।

গ) কয়লা জাতীয়করণ আইন সংশোধনের পর বেসরকারি পুঁজির পরিমাণ ৫১ শতাংশ করে দেওয়া।

ঘ) যৌথ-উদ্যোগে পরিচালিত খনিগুলিকে জাতীয় বেতন চুক্তির আওতার বাইরে রাখা এবং স্বেচ্ছাবসর গ্রহণ প্রকল্প ইত্যাদি দ্বারা শ্রমিক সংখ্যা কমানো।

ঙ) কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন মূলধন বাবদ ৬৫৬.৪৮ কোটি টাকা যোগান দেওয়া এবং কোলইণ্ডিয়ার ৬১৫.৫৭ কোটি টাকা ঋণকে মূলধন-এ রূপান্তরিত করা ইত্যাদি।

চ) আর্থিক পুনর্গঠনের দ্বারা কোম্পানির 'নিট-ওয়ার্থ' ধনাত্মক করে তোলা এবং কোম্পানিকে বি.আই.এফ.আর-এর আওতা থেকে বার করে আনা।

ইতিপূর্বে আই.সি.আই.সি.আই-এর অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ প্রকাশের পর ই.সি.এল.-এর বোর্ড অব ডাইরেক্টার্স ২২.১০.১৯৯৮ তারিখে ৪নং গ্রুপ এর ৬টি এরিয়ার ৬৪টি কয়লা খনি বন্ধ করে দেবার এবং প্রায় ১২,০০০ শ্রমিক-কর্মচারীকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানিয়ে দেয়।

আই.সি.আই.সি.আই-এর চূড়ান্ত সুপারিশগুলি ৯.২.২০০০ তারিখে ই.সি.এল-এর বোর্ড মিটিং-এ আলোচিত হয়। তাপর ই.সি.এল কর্তৃপক্ষ, কোলইণ্ডিয়া এবং কেন্দ্রীয় খনি ও কয়লা মন্ত্রকের প্রতিনিধিরা একত্রে বসে এই সুপারিশগুলির পর্যালোচনা করেন। কেন্দ্রীয় কয়লা ও খনি মন্ত্রক আই.সি.আই.সি.আই-এর সুপারিশগুচ্ছকে অর্থনীতি-বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটির কাছে পাঠায়। ক্যাবিনেট কমিটি প্রস্তাবগুচ্ছকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের কনট্রোলার জেনারেল অব একাউন্টস্ (সি.জি.এ)-এর কাছে পাঠিয়ে দেয়।

সি.জি.এ-র অভিমত

সি.জি.এ, আই.সি.আই.সি.আই-এর চূড়ান্ত প্রস্তাব এবং একই সঙ্গে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রস্তাব মোটেও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেনি, কারণ—

- কয়লাখনিগুলি বন্ধ করার প্রসঙ্গে প্রতিটি খনির অবস্থার পর্যালোচনা করা হয়নি। শুধু এরিয়াভিত্তিক অবস্থা বিবেচনা করা হয়েছে। একই প্রকার উৎপাদনপদ্ধতি ও উৎপাদকতাসম্পন্ন খনিগুলিতেও ভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
- কোল কোম্পানির বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা কিছু কয়লাখনি বন্ধের পরিবর্তে, কয়েকটি এরিয়ার সবগুলি খনি বন্ধের সিদ্ধান্ত সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।
- বেশি লোকসানে যাওয়া খনিগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দিয়ে বাকি খনিগুলিকে বে-সরকারি মালিকানায় হস্তান্তর করা সরকারের পক্ষে দুরূহ আর্থিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।
- আই.সি.আই.সি.আই-এর আর্থিক পুনর্গঠনের প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য নয়।

সি.জি.এ-র সুপারিশ

আই.সি.আই.আই-এর প্রস্তাব বাতিল করার পর সি.জি.এ. নিজেই দু-টি পর্বে ই.সি.এল-এর পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব দেন।

পর্ব-১: ই.সি.এল-কে বি.আই.এফ.আর-এর আওতা থেকে বার করে আনা

ক) ই.সি.এল-এর শ্রমিক-কর্মচারীগণের জাতীয় বেতনচুক্তি বাবদ বকেয়া বেতনের দাবি পরিত্যাগ করা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বকেয়া সেস-এর দাবি পরিত্যাগ করা।

খ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সেস-রয়েল্টি বাবদ ই.সি.এল-এর অর্থপ্রদান পাঁচ বছরের জন্য স্থগিত রাখার আইনগত ব্যবস্থা করা। এর ফলে ই.সি.এল. কয়লার মূল্যবৃদ্ধি বাবদ অধিক উপার্জনের দ্বারা পুনরুজ্জীবন প্রকল্প রূপায়িত করতে সক্ষম হবে।

পর্ব-২ ঃ শ্রমিক সংখ্যা কমানো এবং উৎপাদন ও উৎপাদকতা বৃদ্ধির উদ্যোগ

ক) প্রথম পর্যায়ে অবসর গ্রহণের বয়েস ৫৫তে নামিয়ে এনে ই.সি.এল-এ শ্রমিক সংখ্যা কমানো; তারপর স্বেচ্ছা-অবসরের সুবিধাদি দিয়ে ভূগর্ভস্থ খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের বয়স ৪৫-এ নামিয়ে আনা।

খ) একনাগাড়ে চার বৎসর যাবত যে ৪২টি কয়লাখনি টনপ্রতি ১০০০ টাকার বেশি লোকসান-এ চলছে সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া। সর্বাপেক্ষা লোকসানে চলা খনিগুলি প্রথমে বন্ধ করা উচিত। এইভাবে ঐসব খনিতে কর্মরত ২৪,০০০ শ্রমিক সংখ্যা স্বেচ্ছা-অবসর প্রকল্পের মারফত কমানো সম্ভব হবে।

গ) বিভিন্ন ক্যাটেগরির কাজের প্রসারণ/সংকোচনের দ্বারা ৪০,০০০ শ্রমিক সংখ্যা আরও স্বেচ্ছাবসর মারফত কমানো সম্ভব।

ঘ) স্বেচ্ছাবসর প্রকল্প রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তিন বৎসর যাবত ২০০ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান।

ঙ) ভূগর্ভস্থ খনির শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়স স্বেচ্ছাবসর মারফত ৪৫-এ নামিয়ে আনার জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদান করা উচিত।

চ) কয়লাখনিতে উৎপাদকতা বৃদ্ধির উপায় ঃ

- খোলামুখ খনিতে উৎপাদনের জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করা,
- বেতনের ৩৫ শতাংশই উৎপাদকতার ভিত্তিতে স্থির করা,
- অনুৎপাদক খনি থেকে শ্রমিকদের উৎপাদক খনিতে বদলি করা,
- উন্নতমানের উৎপাদনপদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা এবং উৎপাদকতাভিত্তিক বেতনব্যবস্থার দ্বারা খোলামুখ খনিতে ভারি খনন

যন্ত্রাদির, এবং ভূগর্ভস্থ খনিতে এস.ডি.এল এবং এল.এইচ.ডি ইত্যাদি ব্যবহারের হার অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা।

খ) উপরোক্ত সুপারিশগুলি যদি গ্রহণযোগ্য বলে মনে না হয় তাহলে সমস্ত খোলামুখ খনিগুলিকে নিয়ে একটি আলাদা কোম্পানি গঠন করা উচিত এবং ই.সি.এল-এর বাকি খনিগুলির প্রসঙ্গে বি.আই.এফ.আর-কে যে-কোনও সিদ্ধান্ত নেবার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে— এমনকী যদি উপযুক্ত মনে করা হয় তাহলে খনিগুলি বন্ধও করে দেওয়া যেতে পারে।

সি.জি.এ-র সুপারিশের উপর ই.সি.এল-এর মন্তব্য

- শ্রমিকদের বকেয়া বেতনের দাবি পরিত্যাগের এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বকেয়া সেসের দাবি পরিত্যাগের প্রত্যাশা মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়।
- রাজ্যসরকারকে ৫ বৎসর সেস/রয়্যালটি বাবদ অর্থপ্রদান স্থগিত রাখার বিষয়টিও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদন লাভ করবে না।
- আই.সি.আই.সি.আই এবং সি.জি.এ উভয় সংস্থাই বিশাল সংখ্যক কয়লাখনি বন্ধ করার সুপারিশ করেছে এর ফলে যে-ধরনের প্রতিবাদ বা বিরুদ্ধ সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন হতে পারে তার ফলে কয়লাখনি বন্ধ করা সম্ভব না-ও হতে পারে।

❑

কোনও প্রকার গ্রহণযোগ্য পুনরুজ্জীবন প্রকল্প প্রস্তুত না হওয়ায়, কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রকের সেক্রেটারি ই.সি.এল. কর্তৃপক্ষকেই সমস্ত নিরীক্ষা করে এক বিস্তারিত পুনরুজ্জীবন প্রকল্প প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে এইভাবে প্রস্তুত প্রস্তাবটি ১০.৮.২০০১-এ ই.সি.এল. এবং ৩০.৯.২০০১ তারিখে কোলইন্ডিয়ার বোর্ড অব ডাইরেক্টার্স-এর কাছে পেশ করা হয়। বোর্ড নীতিগতভাবে এই প্রস্তাব অনুমোদন করে এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের দ্বারা ই.সি.এল-কে বি.আই.এফ.আর-এর আওতা থেকে বার করে আনার প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় ১০০০ কোটি টাকা সংগ্রহের সূত্র নির্দেশের কথা বলে। বোর্ড এই সঙ্গে অনতিবিলম্বে সময়ভিত্তিক একটি প্রকল্প প্রস্তুত করার কথা বলে। এই নির্দেশ মেনে ই.সি.এল কর্তৃপক্ষ একটি রিভাইজড্ পুনরুজ্জীবন প্রকল্প প্রস্তুত করে এবং সেটি ১৬.১২.২০০১-এ কোলইন্ডিয়া বোর্ড-এ পেশ করা হয়।

ই.সি.এল-এর স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পুনরুজ্জীবন প্রকল্প

ক) ২০০১ সালের পয়লা এপ্রিল ই.সি.এল-এর মোট শ্রমিক সংখ্যা ছিল ১,২৭,৫৪২ জন; পরবর্তী পাঁচ বৎসরে অবসর গ্রহণ এবং স্বেচ্ছা অবসরের মারফত এই সংখ্যা থেকে ২৩,০০০ কমিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা।

খ) পরবর্তী তিন বৎসরে ই.সি.এল-এর লোকসানে যাওয়া এবং নিরাপদ নয় এমন ২২টি খনি বন্ধ করে দিয়ে, সেইসব খনির উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের এবং মেসিনপত্র ও যন্ত্রাদি অন্য চালু খনিতে নিয়োগ করা। ২২টি খনি বন্ধ করার ফলে ১.২২ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদন ব্যাহত হবে, কিন্তু বিভিন্ন চালু খনিতে অতিরিক্ত শ্রমিকদের নিয়োগ

এবং যন্ত্রাদি ব্যবহারের ফলে খনিগুলি থেকে ১.৮৭ মিলিয়ন টন বেশি কয়লা উৎপাদন হবে এবং উৎপাদন হ্রাসের সমস্যার সমাধান হবে। তার পরেও বন্ধ কয়লাখনির অতিরিক্ত শ্রমিকদের আবসর ও স্বেচ্ছাবসরের ফলে শূন্য পদগুলিতে উপযুক্ত শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা, এবং বিভিন্ন খনির উপরে কর্মরত অতিরিক্ত শ্রমিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে খাদে উৎপাদনের কাজে নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

গ) ভাড়া করা ভারি মাটিকাটা যন্ত্রের প্রয়োগ—অর্থাৎ কয়লা উৎপাদনের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের দ্বারা ৫-৬ বৎসর উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন খোলামুখ খনি (প্যাচ্ ডিপোজিট) খননের দ্বারা কয়লা উৎপাদন ৩.৫ মিলিয়ন টন বৃদ্ধি করা।

ঘ) খোলামুখ খনির উৎপাদনস্থল থেকে কয়লার ডিপো পর্যন্ত অথবা কোল হ্যাণ্ডলিং প্ল্যান্ট পর্যন্ত কয়লা পরিবহনের কাজে ঠিকাদার নিয়োগ করা। এই ব্যবস্থা দ্বারা শুধুমাত্র রাজমহল প্রোজেক্টের উৎপাদন বার্ষিক ১.৫ মিলিয়ন টন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ঙ) এই সব ব্যবস্থাদি গ্রহণের ফলে ই.সি.এল-এর মোট উৎপাদন ২৮.৫০ মিলিয়ন টন থেকে ২০০৫-২০০৬ সাল নাগাদ বেড়ে হবে ৩৫ মিলিয়ন টন।

চ) জাতীয় বেতনচুক্তি অনুযায়ী বকেয়া বেতন ও ঋণ বাবদ প্রদেয় অর্থের যোগানের জন্য কোলইণ্ডিয়া বা কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তা প্রদান। এই আর্থিক সহায়তা সুদমুক্ত ঋণ হিসেবেই গণ্য হওয়া উচিত যা ২০০৫-২০০৬ সাল নাগাদ পরিশোধ করা হবে।

ছ) অন্য রাজ্যের রয়েলটির হারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেস গ্রহণ করা, যাতে উপভোক্তাদের উপর কোনও চাপ সৃষ্টি না করে ই.সি.এল কয়লার দাম বাড়িয়ে এর সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

জ) সাধারণত উৎপাদনব্যয় কম হওয়ার জন্যই কয়লাখনি শিল্পে ওপেনকাস্ট মাইনিং বা খোলামুখ খনির উপর বেশি জোর দেওয়া হয়ে থাকে। বেশি গভীর ভূগর্ভস্থ কয়লাখনির উৎপাদন বেশ ব্যয়-সাপেক্ষ অথচ সেই খনিগুলিতে উৎপাদিত উচ্চমানের কয়লার চাহিদা প্রচুর। এই কারণে খোলামুখ খনির উৎপাদনের উপর নির্দিষ্ট হারে লেভি আদায় ক'রে সেই অর্থে ভূগর্ভস্থ খনির উৎপাদনব্যয়ের আংশিক সুরাহার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ঝ) এই সব প্রস্তাব রূপায়ণের ফলে ভূগর্ভস্থ খনিগুলির উন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যবস্থাদির আর্থিক সংস্থান করা যেতে পারে। কিন্তু মূল কাজ হল অর্থনৈতিক পুনর্গঠন দ্বারা ই.সি.এল-এর 'নেটওয়ার্ক ধনাত্মক করে বি.আই.এফ আর-এর বাইরে নিয়ে আসা— যাতে উপরিউল্লিখিত পুনরুজ্জীবন প্রকল্প কঠোরভাবে রূপায়িত করা যায়।

পুনরুজ্জীবন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, কোলইণ্ডিয়া, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাছ থেকে ই সি এল বিভিন্ন ধরনের সহায়তারও আবেদন জানায়। সেগুলি হল :

১। স্বেচ্ছা-অবসর প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আর্থিক সহায়তা।

২। বকেয়া বেতন মেটানোর জন্য কোল ইণ্ডিয়া থেকে ৫৩৬ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা।

৩। কোলইণ্ডিয়া বা কেন্দ্রীয় সরকারের মূলধন বাবদ কিছু লগ্নি করা এবং ই.সি.এল-এর ঋণের বোঝাকে মূলধন-এ রূপান্তরিত করে কোম্পানির 'নিট ওয়ার্থ' পজিটিভ করে তোলা।

৪। কয়লা পরিবহনের কাজে বেসরকারি প্রাক্তন সৈনিকদের সংগঠনকে নিয়োগের প্রসঙ্গে এবং ওপেনকাস্ট কয়লাখনিতে ঠিকাদারি প্রথায় কয়লা উৎপাদনের ব্যাপারে ট্রেডইউনিয়নগুলির সম্মতি।

৫। অন্য রাজ্যগুলিকে প্রদেয় রয়্যালটির হারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেস গ্রহণ।

৬। অলাভজনক ও অনুৎপাদক খনিগুলি থেকে যন্ত্রাদি ও শ্রমিকদের উৎপাদক বা উৎপাদনের সম্ভাবনাপূর্ণ খনিতে নিয়োগের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির সম্মতি।

৭। ভূগর্ভস্থ খনির উৎপাদনব্যয়ের কিছু সুরাহার জন্য খোলামুখ খনির উৎপাদনের উপর সেস/লেভি প্রবর্তনের প্রস্তাবে সম্মতি।

□

ই.সি.এল-কে দ্বিতীয়বার বি.আই.এফ.আর-এ পাঠানোর পর অপারেটিং এজেন্সি হিসেবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া-কে নিয়োগ করা হয়। ব্যাপক অনুসন্ধান, পর্যালোচনা ও পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণের পর স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ২০০২ সালের জুন মাসে ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্-এর জন্য 'খসড়া পুনরুজ্জীবন ও পুনর্বাসন প্রকল্প' রচনা করে এবং তা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লাভ করে।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার খসড়া পুনরুজ্জীবন ও পুনর্বাসন প্রকল্প

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার খসড়া পুনর্বাসন প্রকল্পের মুখবন্ধেই দশ দফা করণীয়র কথা বলা হয়েছে :

১। উৎপাদনব্যয়-এর লক্ষ্যমাত্রা নিয়ন্ত্রিত রেখে প্রতিবৎসর উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ করা।

২। উৎপাদন ও লাভের জন্য প্যাচ ডিপোজিটগুলির আউটসোর্সিং করা।

৩। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে যুক্তিসঙ্গত হারে সেস বসিয়ে সহায়তা করা।

৪। আন্ডারগ্রাউন্ড খনির উৎপাদনের স্বার্থে অর্থের যোগান হিসেবে খোলামুখ খনির উৎপাদনের উপর সেস বা লেভি ধার্য করা।

৫। ই.সি.এল-কে সপ্তম বেতন বোর্ডের আওতার বাইরে রাখা এবং অফিসারদেরও বেতনচুক্তির বাইরে রাখা।

৬। ই.সি.এল-কে কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড (সি.আই.এল) যে ঋণ দিয়েছে তার সুদ মকুব করে দেওয়া এবং শ্রমিকদের বকেয়া বেতন দেওয়ার জন্য বিনাসুদে আর্থিক সাহায্য করা।

৭। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ঝাড়খণ্ড সরকারের তরফে ই.সি.এল-কে কম সুদে ঋণ দেওয়া ও অন্যান্য সাহায্য করা।

৮। আন্ডারগ্রাউন্ড খাদে যান্ত্রিকীকরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড ও ভারত সরকারের জামিনদার হওয়া।

৯। অলাভজনক ভূগর্ভস্থ খনিগুলি বন্ধ করে দেওয়া।

১০। পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের স্বেচ্ছাবসরের মাধ্যমে শ্রমিক সংকোচন করা।

এরপর 'খসড়া পুনরুজ্জীবন ও পুনর্বাসন প্রকল্প'তে পর পর (ক) কোলইণ্ডিয়া লিমিটেড, (খ) কেন্দ্রীয় সরকার, (গ) পশ্চিমবঙ্গ সরকার, (ঘ) ঝাড়খণ্ড সরকার, (ঙ) ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড এবং (চ) শ্রমিক সংগঠনগুলির কী

কী করণীয় সে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সে আলোচনায় সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

(ক) কোলইন্ডিয়া লিমিটেডের করণীয় :

১। কোল ইন্ডিয়া থেকে আনসিকিওরড্ লোন ৫১৯ কোটি টাকার ৩১.৩.২০০২ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ ১৩৫ কোটি টাকা মুকুব করে দেওয়া।

২। ই.সি.এল লাভজনক না হওয়া পর্যন্ত ৫১৯ কোটি টাকা আনসিকিওরড্ লোন-এর সুদ মুকুব করা।

৩। বকেয়া বেতন দেবার জন্য প্রয়োজনীয় ২৪২ কোটি টাকা কোল ইন্ডিয়ার কারেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে দেবার ব্যবস্থা করা।

৪। যারা স্বেচ্ছাবসরের জন্য আবেদন করেছেন তাঁদের গ্র্যাচুইটি এবং লিভ-এনক্যাশমেন্টের টাকাও কোল ইন্ডিয়ার কারেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে দেবার ব্যবস্থা করা।

৫। বর্তমানে ই.ডি.সি-কানাডার ঋণ ও সুদ কোলইন্ডিয়া লিমিটেড যেভাবে মেটাচ্ছে, তা আরও কিছুদিন চালু রাখা।

৬। বর্তমান কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স-কে (১,৫৩২ কোটি টাকা) সুদমুক্ত করা।

৭। ই.সি.এল-এর 'নিট ওয়ার্থ' ধনাত্মক না হওয়া পর্যন্ত কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের কোনও সার্ভিসচার্জ গ্রহণ না করা।

৮। ১.৭.২০০১ থেকে বকেয়া বেতনসহ জাতীয় কয়লা বেতনচুক্তির আওতা থেকে ই.সি.এল-কে বাইরে রাখার ব্যবস্থা করা, যাতে সংস্থাটি ঘুরে দাঁড়িয়ে লাভজনক হতে পারে।

৯। উৎপাদকতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লাভ/ক্ষতি ভাগ করে নেওয়ার ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও বন্দোবস্তর মাধ্যমে উপযুক্ত সুবিধাসম্পন্ন খনিতে লংওয়াল পদ্ধতি এবং অধিক উৎপাদনক্ষম টেকনোলজির প্রয়োগ করা। এভাবে ঝাঁকরা, খোটাডি ইত্যাদি প্রোজেক্টে অতিরিক্ত লংওয়াল পদ্ধতি অথবা মেকানাইজড্ আণ্ডারগ্রাউণ্ড মাইনিং পদ্ধতির প্রয়োগ করা।

১০। বিভিন্ন সংগঠনের কাছ থেকে যদি খসড়া পুনরুজ্জীবন প্রকল্পে উল্লিখিত সুবিধা ও ছাড় না পাওয়া যায়, সে-ক্ষেত্রে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের কাছে ই.সি.এল-এর বর্তমান আনসিকিওরড্ লোন এবং /অথবা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স-এর পরিমাণকে মূলধনে রূপান্তরিত করে সে ঘাটতি পূরিয়ে দেওয়া।

(খ) কেন্দ্রীয় সরকারের করণীয় :

১। স্বেচ্ছাবসর বাবদ বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান বাৎসরিক ২৪০ কোটি টাকা, এই ব্যবস্থা আরও দু-বৎসর অর্থাৎ ২০০৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত চালু রাখা।

২। সি.আই.এল-পরিচালিত সমস্ত খোলামুখ খনির প্রতিটন কয়লা উৎপাদনের উপর সেস আদায়ের প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন এবং এই আদায়ীকৃত সেস বা অর্থ আণ্ডারগ্রাউণ্ড খনির পরিবেশ ও সংরক্ষণগত সমস্যা সমাধানের কাজে ব্যবহার করার অনুমতি।

৩। ই.সি.এল-এর উপযুক্ত খনিগুলিতে লাভ/লোকসান ভাগ করে নেওয়ার চুক্তির ভিত্তিতে লংওয়াল মাইনিং অথবা অধিক উৎপাদনক্ষম টেকনোলজির প্রয়োগের মাধ্যমে

উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকারের গ্যারান্টার হওয়া।

(গ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের করণীয়

১। ২০০২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ই.সি.এল-এর কাছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কয়লার সেস বাবদ পাওনা ৬৮৪ কোটি টাকা। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে কয়লা বিক্রয় বাবদ ই.সি.এল-এর পাওনা ৮৮৮ কোটি টাকা। হিসেব নিকেশ করে ই.সি.এল-এর বকেয়া পাওনা দাঁড়াচ্ছে ১৯৯ কোটি টাকা। ভবিষ্যতে প্রতিমাসে রাজ্য সরকারের সেস বাবদ পাওনার সঙ্গে ই সি এল-এর পাওনা অ্যাডজাস্ট করার ব্যবস্থা।

২। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিনিউয়াল স্কিম-২০০১ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ই.সি.এল-কে সহজ শর্তে ৫০ কোটি টাকার দুটি বাৎসরিক কিস্তিতে মোট ১০০ কোটি টাকার ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

৩। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিনিউয়াল স্কিম-২০০১-এর ব্যবস্থা অনুযায়ী ই.সি.এল-কে ৫ বৎসরের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ডিউটি প্রদান থেকে ছাড়।

৪। পশ্চিমবঙ্গে কয়লার উপর 'রয়েলটি'কে অন্য সব রাজ্যের সমান হারে নামিয়ে আনা, যাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাৎসরিক স্বার্থত্যাগের পরিমাণ হবে ২০৫ কোটি টাকা।

৫। ই.সি.এল বর্তমানে কয়লাখনি সংলগ্ন কিছু গ্রামে যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে তার দায়িত্ব যদি রাজ্য সরকার গ্রহণ করে, তাহলে ই.সি.এল-এর বাৎসরিক ২০ কোটি টাকার সাশ্রয় হতে পারে।

৬। পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয়কর আইনের ১৭(২) ধারা অনুযায়ী ই সি এল-কে বিক্রয় কর দিতে হয় ৫ শতাংশ হারে, যেখানে অন্য শিল্প-সংস্থাকে দিতে হয় ৩ শতাংশ হারে। বিক্রয় করের হার একই করলে ই সি এল ২ শতাংশ ছাড় পাবে এবং তার বাৎসরিক ৫.৪৭ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে

৭। ই.সি.এল-এর নিম্নলিখিত কর্মসূচিগুলির অনুমোদন ও সহায়তা করা ঃ

ক) ছোট খোলামুখ খনি থেকে উপরে ডিপো পর্যন্ত, এবং ওপেন-কাস্ট-প্রোজেক্টের ক্ষেত্রে কোল হ্যাণ্ডলিং প্লান্ট পর্যন্ত কয়লা পরিবহনের ক্ষেত্রে ঠিকাদার নিয়োগ করা বা আউটসোর্সিং করা।

খ) বিভিন্ন প্যাচ ডিপোজিট থেকে কয়লা উৎপাদনের জন্য ভাড়া মাটি-কাটা যন্ত্রাদি ভাড়া করা— অর্থাৎ ঠিকাদারি প্রথায় কয়লা উৎপাদনের ব্যবস্থা।

গ) অলাভজনক খনিগুলি থেকে ধাপে ধাপে বিভিন্ন যন্ত্রাদি ও শ্রমশক্তি লাভজনক খনিতে নিয়োগ করার ব্যবস্থা— এই প্রক্রিয়ায় কোনও শ্রমিককে ছাঁটাই করা হবে না।

ঘ) মহিলা শ্রমিকদের জন্য বিশেষ স্বেচ্ছাবসর প্রকল্প চালু করা।

ঙ) খোলামুখ খনি খনন বা পরিকাঠামোর প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণের সময় জমির মালিক বা পোষ্যদের চাকরি দেবার প্রথা রদ করে উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের সহায়তা দেওয়া।

চ) প্রয়োজনে খনির উপরে কর্মরত শ্রমিকদের খনিগর্ভে কাজে লাগানো।

(ঘ) ঝাড়খণ্ড সরকারের করণীয় :

১। 'ঝাড়খণ্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি-২০০১' অনুযায়ী ই.সি.এল কে সহজ শর্তে ৭৫ কোটি টাকা এবং ২৫ কোটি টাকা দুইটি বাৎসরিক কিস্তিতে মোট ১০০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া।

২। ই.সি.এল.-এর কিছু কর্মসূচির অনুমোদন ও সহায়তা করা : (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের করণীয়-র 'ক'থেকে 'চ'— অনুরূপ)।

ছ) তিন বৎসরের জন্য ই.সি.এল-এর বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপর ডিউটি ছাড় দেওয়া।

জ) রাজমহল এক্সপ্যানশন প্রোজেক্টের জন্য দ্রুত বিভিন্ন ছাড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(ঙ) ইস্টার্ন কোলফিল্ডস্-এর করণীয় ঃ

১। ই.সি.এল কর্তৃপক্ষের পরিকল্পিত উৎপাদনব্যয়ের কথা মাথায় রেখে উৎপাদন ও উৎপাদকতার লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর চেষ্টা করা।

২। উৎপাদনব্যয় ও ওভারটাইম ব্যবস্থার কঠোর নিয়ন্ত্রণ।

৩। সুসংহত 'এনার্জি অডিট'-এর সহায়তায় বিদ্যুৎব্যয় কমানো।

৪। কয়লা পরিবহনের ওয়াগনের ক্ষেত্রে ডেমারেজ এবং আন্ডারলোডিং চার্জ কমানো।

৫। শ্রমিক কর্মচারীদের জ্বালানির জন্য কয়লার পরিবর্তে গ্যাস সিলিণ্ডার দেবার ব্যবস্থা করা — বিশেষত যে খনিতে উন্নত মানের কয়লার উৎপাদন হয় সেক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা আগে চালু করা।

৬। মহিলাকর্মীদের স্বেচ্ছাবসর প্রকল্প, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু, এবং মহিলাদের চাকুরি ছাড়া ২০০২-২০০৩ থেকে তিন বৎসর সমস্ত প্রকার নিয়োগ বন্ধ রাখা।

৭। রেলওয়ে সাইডিং-এর সংখ্যা কমানো, ওয়াগনলোডিং ব্যবস্থার যান্ত্রিকীকরণ, স্ক্রিনিং প্ল্যান্ট ও কোল হ্যাণ্ডলিং প্ল্যান্টগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৮। দ্রুত কয়লার রেক বোঝাই করার ব্যবস্থা করে লোডিং-এর ব্যয় কমানো এবং ওভারটাইম নিয়ন্ত্রণ করা।

চ) যে-যে প্রস্তাবে শ্রমিক সংগঠনগুলির সমর্থন ও সহায়তার জন্য আবেদন করা যায় :

ক) খোলামুখ খনি থেকে ডিপো পর্যন্ত অথবা কোল হ্যাণ্ডলিং প্ল্যান্ট পর্যন্ত কয়লা পরিবহন ব্যবস্থা 'আউট-সোর্সিং' করা অর্থাৎ ঠিকাদার দিয়ে কাজ করানোর।

খ) প্যাচ ডিপোজিটগুলিতে কয়লা উৎপাদনের জন্য 'ভাড়া করা মাটি-কাটা যন্ত্রাদি' ব্যবহার করা অর্থাৎ ঠিকাদারি প্রথায় খোলামুখ খনির কাজ করানো।

গ) অলাভজনক খনি বন্ধ করে দিয়ে শ্রমিক-কর্মচারী ও মেশিন ইত্যাদি লাভজনক খনিতে নিয়োগ করা এবং এর জন্য কোনও শ্রমিককে কর্মচ্যুত না করে একই এরিয়ার অন্য খনিতে কিংবা পার্শ্ববর্তী এরিয়ায় নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

ঘ) মহিলা শ্রমিকদের জন্য বিশেষ স্বেচ্ছাবসর প্রকল্প চালু করা।

ঙ) ই.সি.এল.-এর 'সিক ওয়ার্থ' ধনাত্মক হয়ে বি.আই.এফ.আর-এর আওতা থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত কোনও বেতনবোর্ড না করা, কোনও বকেয়া বেতন না দেওয়া এবং ই.সি.এল-কে সপ্তম বেতন বোর্ডের আওতার বাইরে রাখা।

চ) রেলওয়ে সাইডিংগুলির পুনর্গঠন করা এবং যথাসম্ভব যান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্যে ওয়াগন লোডিং করা।

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি সমর্থন করা ছাড়াও শ্রমিক সংগঠনগুলির কাছ থেকে অন্য কিছু বিষয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করা হয়েছে ঃ

ক) মেশিন ও যন্ত্রাদির উৎপাদন ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে ই.সি.এল-এর উৎপাদন, উৎপাদকতা ও উৎপাদন-ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা পুরণ।

খ) শ্রমশক্তির ও মেশিনাদির উন্নত উৎপাদকতা দ্বারা উৎপাদনব্যয় নিয়ন্ত্রণ।

গ) যে-ক্ষেত্রেই সম্ভব ওভারটাইম কমানো।

ঘ) শ্রমিকদের কয়লার পরিবর্তে রান্নার গ্যাস যোগান দেওয়া—বিশেষত উন্নতমানের কয়লা উৎপাদনকারী খনির ক্ষেত্রে।

ঙ) ভি.আর.এস মারফত শ্রমিক সংখ্যা কমানো এবং উপরে কর্মরত শ্রমিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে খাদে নিয়োগ করা।

চ) রবিবার ও ছুটির দিনে অন্যদিনের মতো একটি হাজিরিতে শ্রমিকদের কাজে লাগানো।

❑

২০০২ সালের জুন মাসে প্রস্তুত করা উপরোক্ত খসড়া পুনরুজ্জীবন ও পুনর্বাসন প্রকল্প নিয়ে অপারেটিং এজেন্সি, খনি কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলি ৮.১০.২০০২ তারিখে এক যৌথ মিটিং-এ বসে, কিন্তু শ্রমিক স্বার্থবিরোধী, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থবিরোধী ও কয়লা শিল্প-পরিবেশের পক্ষে অনুকূল নয় এমন বহু উপাদান থাকার জন্য এ-প্রসঙ্গে কোনও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছন সম্ভব হয়নি।

❑

বি.আই.এফ.আর-এর ধমক

২০০৩-এর ৭ই জুলাই বি.আই.এফ আর-এর শুনানির সময় মহামান্য বেঞ্চ বেশ ধমকের সুরেই নির্দেশ দেন যে —

"১। ই.সি.এল.-এর পুনরুজ্জীবন প্রকল্প প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার কতটা সুবিধা, সহায়তা এবং অর্থের যোগান দিতে প্রস্তুত তা ৯০ দিনের মধ্যে অপারেটিং এজেন্সিকে জানাক।

২। 'আউটসোর্সিং' বা ঠিকাদার নিয়োগের প্রসঙ্গে এবং কয়লাখনি বন্ধ করার প্রসঙ্গে শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনার পরে— সবদিক বিবেচনা করে খনি কর্তৃপক্ষ পুনরুজ্জীবন প্রকল্প প্রস্তুত করে অপারেটিং এজেন্সিকে ৯০ দিনের মধ্যে জানাক। কোল কোম্পানিকে এই বিষয়ে এটাই শেষ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

৩। স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (অপারেটিং এজেন্সি) কোল কোম্পানির জমা দেওয়া প্রস্তাব চার সপ্তাহের মধ্যে নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করবে, তারপরে যৌথমিটিং-এর কার্যবিবরণী সহ তাদের মতামত জানাবে।

৪। যদি উপরোক্ত সময়ের মধ্যে কোনও কার্যকর সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া সম্ভব না হয় তাহলে বি.আই.এফ.আর বোর্ডের কোনও শুনানি ছাড়াই কোলকোম্পানিকে গুটিয়ে ফেলার 'শোকজ নোটিশ' (এস.এন.সি.) জারি করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না।"

❑

বি.আই.এফ.আর-এর এই কঠোর নির্দেশের পর ই.সি.এল কর্তৃপক্ষ শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে ২০০৩-এর ২৩ আগস্ট এবং ৯ সেপ্টেম্বর যৌথ মিটিং-এ পুনরুজ্জীবন ও পুনর্বাসন প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করেন। এই আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে ই.সি.এল কর্তৃপক্ষ ২০০৪ সালের ৩১ জানুয়ারি এক সংশোধিত খসড়া পুনরুজ্জীবন প্রকল্প প্রস্তুত করেন এবং তা অপারেটিং এজেন্সির কাছে জমা দেন। তার পর ২০০৪ সালের ৩ মার্চ অপারেটিং এজেন্সির ডাকা খনিকর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনগুলির এক যৌথ মিটিং-এ বিভিন্ন সুযোগ ও সুবিধাদি সহ এই পুনর্বাসন প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

পুনরুজ্জীবন প্রকল্প, মার্চ ২০০৪

১। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি

২০০২ সালের জুন মাসে রচিত পুনরুজ্জীবন প্রকল্পে উল্লিখিত বিভিন্ন ছাড় ও সুবিধাদির কথা মাথায় রেখে ই.সি.এল কর্তৃপক্ষ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার যে পুনর্বিন্যাস করে তা হল :

ক) ২০০৩-২০০৪ সালের ভূগর্ভস্থ খনিগুলির উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১০.৭৮ মিলিয়ন টন পূর্ণ করা। তার পর কিছু নির্বাচিত খনিতে 'কন্টিনিউয়াস মাইনার'-এর প্রয়োগ এবং ঝাঁঝরা খনিতে 'লঙওয়াল পদ্ধতি'র দ্বারা ২০১০-২০১১ সাল নাগাদ ভূগর্ভস্থ খনির উৎপাদন ১৪.৫০ মিলিয়ন টন-এ নিয়ে যাওয়া।

খ) খোলামুখ খনিগুলির বর্তমান বাৎসরিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৭ মিলিয়ন টন বজায় রাখা। এই খনিগুলির উৎপাদন ২০০৫-২০০৬ থেকে ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে এবং রাজমহল ও চুপারভিটা প্রোজেক্টের যান্ত্রিকীকরণের পরে ২০১০-২০১১ সাল নাগাদ মোট ও.সি.পি-র উৎপাদন ২৫.৭৭ মিলিয়ন টন-এ পৌঁছবে। এইভাবে ই.সি.এল-এর ভূগর্ভস্থ ও খোলামুখ খনির উৎপাদন ক্রমশ বেড়ে ২০১০-২০১১ সাল নাগাদ ৪০.২৭ মিলিয়ন টন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

গ) পশ্চিমবঙ্গে ১৪টি এবং ঝাড়খণ্ডে ৩টি — মোট ১৭টি 'প্যাচ ডিপোজিট' থেকে 'আউটসোর্সিং' অর্থাৎ ঠিকাদার দিয়ে তোলার কাজ করালে ২০০৩-২০০৪ থেকে ২০১০-২০১১ পর্যন্ত আট বৎসরে ২৩.২৫ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদন করা সম্ভব হবে। নিচের সারণীতে বাৎসরিক কয়লা উৎপাদন ও লাভের পরিমাণ দেওয়া হল ঃ

বৎসর	কয়লা উৎপাদন (মিলিয়ন টন)	আনুমানিক (কোটি টাকা)
০৩-০৪	০.৫০	৩৭.২৩
০৪-০৫	১.২০	৮০.১৩
০৫-০৬	৫.৩৮	৩৯৮.৫২
০৬-০৭	৬.২৪	৪৫১.৬৮
০৭-০৮	৪.২৪	২৮৫.৬৬
০৮-০৯	৩.৩৮	২৪২.৮৪
০৯-১০	১.৭৮	১৪১.২৮
১০-১১	০.৫৩	৪২.৬১
	মোট	১৬৭৯.৯২

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ই.সি.এল. কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত ছয়টি 'প্যাচ ডিপোজিট'-এ ঠিকাদার দিয়ে কয়লা উৎপাদনের কাজ আরম্ভ করেছে, এবং একটি 'প্যাচ ডিপোজিট— 'খয়রাবাদ'-এর কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। সেগুলো হল—

১। বিলপাহাড়ি
২। শংকরপুর
৩। পাটমোহনা
৪। বালুরবাঁধ-ডি
৫। কুমারধুবি
৬। খয়রাবাদ-বি

২। অলাভজনক খনিগুলি বন্ধ করে দেওয়া

(ক) 'অপারেটিং এজেন্সি' ই.সি.এল-এর যে ২৬টি অলাভজনক খনি বন্ধ করার সুপারিশ করেছিল, পরবর্তীকালে সি.এ.পি.ডি.আই-এর করা 'টেকনো-ইকনমিক ভায়াবিলিটি

স্টাডি'-তেও তা সমর্থিত হয়।

(খ) ২৬টি কয়লাখনির মধ্যে চারটি ইতিমধ্যেই কয়লার সঞ্চিত ভাণ্ডার শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেগুলো হল—

১। সামলা
২। কাপসারে
৩। ভামরিয়া (পারবেলিয়ার একটি ইউনিট)
৪। কুয়ারডি ১১ এবং ১২ নং পিট

(গ) এছাড়াও ২০০৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর এক যৌথ মিটিং-এ কয়লার ভাণ্ডার শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য আরও পাঁচটি খনি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেগুলি হল—

১। চিনাকুড়ি-২নং
২। লছিপুর (আর.ডি. ইউনিট)
৩। মধুসূদনপুর ৩ এবং ৪নং পিট
৪। চকবল্লভপুর
৫। খয়রাবাঁধ

(ঘ) বাকি ভূগর্ভস্থ কয়লাখনিগুলিতে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই খনিগুলিতে উৎপাদন ও উৎপাদকতা বৃদ্ধি ও উৎপাদনব্যয় হ্রাস করার উদ্যোগে যথাসম্ভব শ্রমিক সংখ্যা কমানো, বেশি পুঁজি নিয়োগ না করে এস.ডি এল এবং অন্য যন্ত্রাদির প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। যদি এই খনিগুলির লাভজনক হয়ে ওঠার কোনও সম্ভাবনা না থাকে তাহলে শ্রমিক সংগঠনগুলি এই খনিগুলি বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছে।

(ঙ) বন্ধ করে দেওয়ার জন্য চিহ্নিত ২৬টি ভূগর্ভস্থ খনিতে ১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০২-২০০৩ এই চার বছরে মোট লোকসানের পরিমাণ এক হাজার কোটি টাকারও বেশি

বৎসর	মোট ক্ষতি (কোটি টাকা)
১৯৯৯-২০০০	২২৭.৯৮
২০০০-২০০১	৩১৭.১০
২০০১-২০০২	২৯১.১২
২০০২-২০০৩	২২২.৯৬
মোট ক্ষতি	১০০৯.১৬

৩। আর্থিক পর্যালোচনা

(ক) মূলধন নিয়োগ : উৎপাদনবৃদ্ধির এই বিশাল কর্মকাণ্ড ২০০৩-০৪ থেকে ২০১২-১৩ পর্যন্ত সময়ে মূলধন নিয়োগের জন্য প্রয়োজন হবে ২৯৫৬.৮৩ কোটি টাকা। প্রয়োজনীয় অর্থের বেশ কিছু অংশ কোলইন্ডিয়া থেকে সুদমুক্ত 'অন-সিকিওরড লোন' হিসেবে পাওয়া যাবে এবং বাকি অর্থ অভ্যন্তরস্থ ব্যয় সংকোচনের দ্বারা সংগ্রহ করা হবে।

(খ) আউটসোর্সিং : আগেই দেখান হয়েছে যে প্যাচ ডিপোজিটগুলি থেকে 'আউটসোর্সিং' এর ফলে ২০০৩-০৪ থেকে ২০১০-২০১১ সময়ে মোট ১৬৭৯.৯২ কোটি টাকা লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

(গ) মানবসম্পদ বাবদ ব্যয় :

○ ই.সি.এল-এ ২০০৩ সালের ১ এপ্রিলে মোট কর্মীসংখ্যা ছিল ১,১৪,৫৮২ জন। ২০১০ সালের পয়লা এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে অবসর গ্রহণ করবেন ২৪,৩৮৬ জন, এবং স্বেচ্ছা-অবসর গ্রহণের সংখ্যা ২০০০ হলে ঐ সময়ে কর্মী সংখ্যা হবে ৮৮,১৯৮ জন।

○ বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির ফলে প্রতি বৎসর বেতনবাবদ তিন শতাংশ ব্যয় বৃদ্ধি হবে।

○ ২০০২-০৩ আর্থিক বৎসরে ই.সি.এল-এ একজন শ্রমিকের গড় বাৎসরিক আয় ছিল ১ লাখ ৫৩ হাজার ১৮৭ টাকা। ২০০৯-২০১০ নাগাদ তা বেড়ে হবে ১ লাখ ৮৮ হাজার ৪০০ টাকা।

(ঘ) অন্যান্য ব্যয় : পুনরুজ্জীবন প্রকল্পে বেতনবাবদ ব্যয় ছাড়া সুদ, ডেপ্রিসিয়েশান, ও.বি.আর এ্যাডজাস্টমেন্ট এবং অন্যান্য বিবিধ ব্যয়কে বর্তমান হারেই হিসেব করা হয়েছে। মোটামুটি ধরে নেওয়া হয়েছে যে, যদি অন্য কোনও কারণে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে তাহলে কয়লার বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধি করে তা সামাল দেওয়া যাবে।

(ঙ) ঋণের সুদ : ই.সি.এল ৩১.৩.২০০৩-এ ই.ডি.সি কানাডা থেকে বিদেশি মুদ্রায় ঋণ নিয়েছে। এটি একমাত্র ঋণ যার জন্য সুদ দিতে হয়। পুনর্বাসন প্রকল্প বাবদ কোলইন্ডিয়া থেকে পাওয়া আন-সিকিওরড লোনের জন্য ই.সি.এল-কে কোনও সুদ দিতে হয় না।

(চ) বিদ্যুৎ বাবদ ব্যয় হ্রাস :

○ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ঝাড়খণ্ড সরকার যদি ৫ বৎসরের জন্য বিদ্যুৎ বাবদ ডিউটি ছাড় দেয় তাহলে ঐখাতে ই.সি.এল-এর বাৎসরিক ১৮ কোটি টাকার সাশ্রয় হবে।

○ কয়লাখনির পার্শবর্তী গ্রামগুলিতে খনির লাইন থেকে বে-আইনিভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে ই.সি.এল-এর প্রতিবছর বৎসর প্রায় ২০ কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে। যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ই.সি.এল-কে সাহায্য ও সহায়তা বাবদ ই.সি.এল-এর পরিকাঠামো ব্যবহার করে ঐ সকল গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করে তাহলে মোট ব্যয়ের ৫০ শতাংশ সাশ্রয় হবে অর্থাৎ ই.সি.এল-এর বাৎসরিক ১০ কোটি টাকার সাশ্রয় হবে।

○ প্রতিটি খনিতে 'এনার্জি-অডিট'-এর ব্যবস্থা করে অন্তত পক্ষে ২.৫

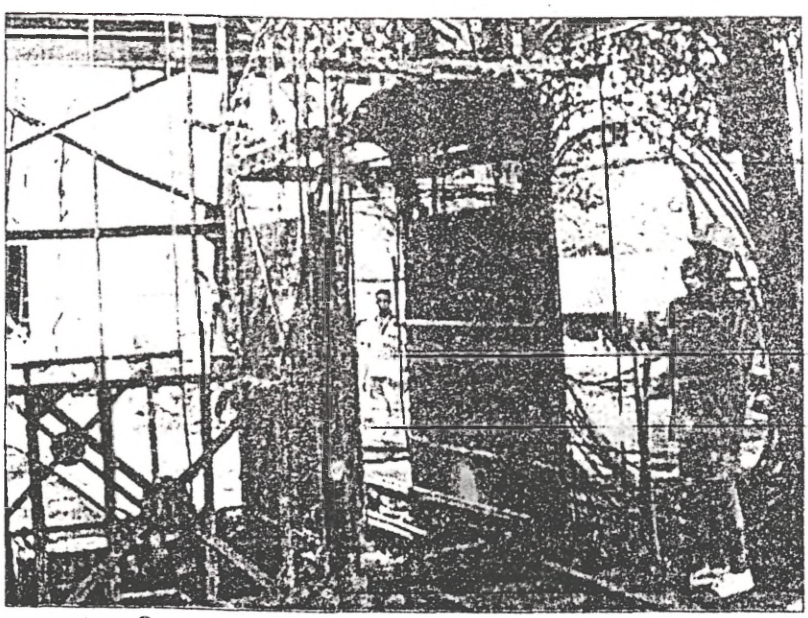

আন্ডারগ্রাউন্ড খনিতে নামার ডুলি

সারণী-১ : ই.সি.এল-এর নেট ওয়ার্থ ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মক হওয়া

আর্থিক বৎসর	কারেন্ট একাউন্ট ব্যালান্সকে মূলধনে রূপান্তরণ	আন-সিকিওরড লোনের দাবি পরিত্যাগ করা	ই.সি.এল-এর নেটওয়ার্থ
২০০৩-০৪	—	—	-২৫৯৭.৮০
২০০৪-০৫	—	—	-২৮১৩.৪১
২০০৫-০৬	১০৬.৭৯	—	-২৬৫১.৫১
২০০৬-০৭	৪৩০.২২	—	-২১৬১.২৮
২০০৭-০৮	৮৯৩.৬৮	—	-১৪৫৮.৭৩
২০০৮-০৯	১৫৩২.১১	৫১৮.৯৭	+২৭.৮৪

ড্রাফ্‌ট রিহ্যাবিলিটেশন স্কিম, মার্চ ২০০৪, পৃ. ২৮

শতাংশ বিদ্যুৎব্যয় কমানো সম্ভব।

(ছ) গ্রেড স্লিপেজ : ই.সি.এল-এর কয়লার প্রস্তাবিত মোট বিক্রয়মূল্য প্রায়ই বেশ কমে যায় কয়লার গ্রেড নেমে যাওয়ার জন্য। উৎপাদনের সময় কয়লার সঙ্গে মাটি, পাথর ইত্যাদি মিশে গিয়ে কয়লার তাপমূল্য কমিয়ে দেয়, ফলে বিক্রয়মূল্যও কমে যায়। প্রত্যেক গ্রেডের কয়লার গুণমান বজায় রাখার জন্য কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা দ্বারা টনপ্রতি ১০ টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব।

(জ) আন্ডারলোডিং ও ডেমারেজ : ই.সি.এল-কে প্রতি বৎসর ওয়াগনে কয়লার আণ্ডারলোডিং ও ডেমারেজের জন্য বাৎসরিক প্রায় ৬ কোটি টাকার খেসারত দিতে হয়। এই বাবদ ব্যয় কমানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৪। বি.আই.এফ.আর-এর আওতা থেকে ই.সি.এল-এর বেরিয়ে আসা

আগেই বলা হয়েছে, যে-কোনও কোম্পানিরই বি.আই.এফ.আর-এর আওতা থেকে বেরিয়ে আসার পূর্বশর্তই হচ্ছে কোম্পানির 'নিট ওয়ার্থ' ধনাত্মক হওয়া—অর্থাৎ মোট লোকসানের পরিমাণ সম্মিকৃত মূলধনের চেয়ে কম হতে হবে।

ই.সি.এল-এর পুনরুজ্জীবন প্রকল্প পর্যালোচনা করে দেখা গেল যে মোট লোকসানের পরিমাণ মূলধনের চেয়ে বেশি। ২০০৩-২০০৪ সালে ই.সি.এল-এর মূলধনের পরিমাণ হল ২,২১৮.৪৫ কোটি টাকা, কিন্তু পুঞ্জীভূত লোকসানের পরিমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৪,৮১৬.২৫ কোটি টাকা। কাজেই নিট ওয়ার্থের পরিমাণ হয়েছে (-)২,৫৯৭.৮০ কোটি টাকা। এই অবস্থায় চলতি ২০০৮-২০০৯ আর্থিক বৎসরে ই.সি.এল-এর নিট ওয়ার্থ হবে (-)২,০২৩.২৪ কোটি টাকা অর্থাৎ ঐ সময়ও ই.সি.এল-এর বি.আই.এফ.আর-এর আওতা থেকে বেরুবার কোনও উপায় নেই।

তাই বিভিন্ন বিকল্পের কথা ভাবা হচ্ছে। ইতিপূর্বে মোট ঋণকে মূলধনে রূপান্তরিত করে নিট ওয়ার্থের পরিমাণ বাড়িয়ে ই.সি.এল-কে ~~একবার~~ বি.আই.এফ.আর থেকে বার করে আনা হয়েছে। এবারও সেই পদ্ধতির কথা ভাবা হচ্ছে। কোলইন্ডিয়া যদি ই.সি.এল-কে পরিত্যাগ করে এবং যদি কোলইন্ডিয়া এবং কয়লামন্ত্রক কারেন্ট একাউণ্ড ব্যালান্সের ১,৫৩২.১১ কোটি টাকাকে ই.সি.এল-এর ইকুইটি শেয়ার ক্যাপিটালে রূপান্তরিত করতে রাজি হয় তাহলে ই.সি.এল-এর আর্থিক চেহারাটা যা দাঁড়াবে তা সারণী-১'এ দেওয়া হল।

সারণী-১ থেকে দেখা যায় যে পুঞ্জীভূত লোকসান/ঋণকে মূলধনে ধাপে ধাপে রূপান্তরিত করলে ২০০৮-০৯ সাল নাগাদ ই.সি.এল-এর নিট-ওয়ার্থ ধনাত্মক হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং তাহলেই কোম্পানি বি.আই.এফ.আর থেকে বেরিয়ে আসবে।

এত কাণ্ডের পরও কোম্পানির আর্থিক অবস্থার কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ২০০৩-০৪ সালে ই.সি.এল-এর পুঞ্জীভূত লোকসানের পরিমাণ ছিল ৪,৮২৬.২৫ কোটি টাকা। তারপর ২০০৮-২০০৯ পর্যন্ত সম্ভাব্য বাৎসরিক পুঞ্জীভূত লোকসানের পরিমাণ দেওয়া হল :

সারণী-২

আর্থিক বছর	ই.সি.এল-এর পুঞ্জিভূত লোকসান (কোটি টাকা)
২০০৪-০৫	৫০৩১.৮৬
২০০৫-০৬	৪৯৭৬.৭৫
২০০৬-০৭	৪৮০৯.৯৫
২০০৭-০৮	৪৫৭০.৮৬
২০০৮-০৯	৪২৪১.৬৯

ড্রাফ্‌ট রিহ্যাবিলিটেশন স্কিম, মার্চ ২০০৪, পৃ. ২৯

উপরোক্ত সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে ২০০৮-০৯ সালে ই.সি.এল বি.আই.এফ.আর থেকে বেরিয়ে এলেও মোট লোকসানের বহর হল ৪,২৪১.৬৯ কোটি টাকা।

আমাদের সন্দেহ এখানেই

আমাদের ঘোর সন্দেহ যে ই.সি.এল বি.আই.এফ.আর থেকে বেরিয়ে এলেই কোল ইন্ডিয়ার লুকনো এজেন্ডা প্রকাশ হবে—কারণ পুনর্বাসন প্রকল্পে ই.সি.এল-এর উৎপাদন ও উৎপাদকতা বৃদ্ধির প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তা মোটেও বাস্তবজনিত নয় এবং কিঞ্চিৎ অসত্যভাষণের কাছাকাছি। পুনরুজ্জীবন প্রকল্পে বলা হয়েছে উৎপাদন ও উৎপাদকতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কয়েকটি নির্বাচিত খনিতে 'মাসপ্রোডাকশন টেকনোলজি' হিসেবে 'কন্টিনিউয়াস মাইনার'-এর ব্যবহার এবং ঝাঁঝরা খনির R-IV কয়লার স্তরে 'লংওয়াল' পদ্ধতির প্রয়োগ করা হবে। 'কন্টিনিউয়াস মাইনার' হলো কয়লাখনিতে 'বোর্ড-এন্ড-পিলার' কাজ করার সময় সুড়ঙ্গ খনন করার যন্ত্র বা 'রোড হেডিং মেশিন'। এটা সাবেকি কোলকাটিং মেশিনের একটু উন্নততর সংস্করণ, যার চেইনগুলো খাড়াভাবে সুড়ঙ্গ খনন করে। বর্তমানে ই.সি.এল-এর খোট্টাডি কয়লাখনিতে এই যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে বেশ কিছুদিন যাবৎ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ইতিপূর্বেই চিনাকুড়ি, মেনধেমো, ইত্যাদি কয়লাখনিতে বেশ কয়েকটি সুড়ঙ্গ খননের বা 'ডসকো' রোড হেডিং মেশিন কাজে লাগানোর পর নানা কারণে সেগুলি চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

ইতিপূর্বে ই.সি.এল-এ বেশ কয়েকটি খনিতে 'লংওয়াল' পদ্ধতির প্রয়োগের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। নিংগা, শীতলপুর, মেধেমো, খোট্টাডি, ঝাঁঝরা ইত্যাদি কয়লাখনিতে বেশ কয়েকটি লংওয়াল কেস-এর ব্যর্থতা ও ভরাডুবির ফলে কয়েক'শো কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। ফলে সাতগ্রাম প্রোজেক্ট, জে.কে নগর প্রোজেক্ট, অমৃতনগর প্রোজেক্ট ইত্যাদি খনিতে 'লংওয়াল পদ্ধতি' প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেও পিছিয়ে আসতে হয়েছে। সুতরাং ভারতীয় খনি পরিবেশে এই প্রকার 'মাস প্রোডাকশন টেকনোলজি'র উপর আস্থা রাখা কঠিন।

এসকল তথ্য খনি-কর্তৃপক্ষের অজানা নয়, তা সত্ত্বেও পুনরুজ্জীবন প্রকল্পে এসবের দোহাই দেওয়ায় মনে হয় ই.সি.এল-কে বি.আই.এফ.আর-এর আওতা থেকে বাইরে নিয়ে এসে—(ক) পুনরুজ্জীবন প্রকল্প উল্লিখিত ২৬টি খনি, (খ) সি.জি.এ-র সুপারিশ অনুযায়ী ৪২টি খনি, অথবা (গ) আই.সি.আই.সি.আই রিপোর্টে উল্লিখিত

৬৪টি কয়লাখনি বন্ধ করে দেওয়ার উপযুক্ত প্রেক্ষাপট প্রস্তুত করে এই অঞ্চলের কয়লাখনি শিল্পে ঠিকাদারিরাজ কায়েম করার পথ সুগম করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

ইতিমধ্যে ই.সি.এল কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন ট্রেডইউনিয়ন সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে কোম্পানির পুনরুজ্জীবন প্রসঙ্গে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত কার্যকর করার প্রস্তাব করেছে :

১। শ্রমিক-কর্মচারীদের বাৎসরিক বেতনবৃদ্ধি বন্ধ করা,
২। শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন না দেওয়া,
৩। ই-সি-এল'কে সপ্তম বেতনচুক্তির আওতার বাইরে রাখা,
৪। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাপ্য সেস বন্ধ করা,
৫। শ্রমিকদের সপ্তাহের ৭ দিনই কাজ করানো, এবং প্রয়োজনে ছুটির দিনেও কাজ করানোর ব্যবস্থা করা,
৬। শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রাপ্য জ্বালানি কয়লা দেওয়া বন্ধ করা,
৭। শ্রমিকদের এল.টি.সি এবং এল.এল.টি.সি-র সুযোগ বন্ধ করা,
৮। ওভারবার্ডন সরানোর কাজে ঠিকাদার নিয়োগ করা,
৯। ও.সি.পি'তে কয়লা পরিবহনের কাজে ঠিকাদার লাগানো,
১০। ঠিকাদার দিয়ে ওপেনকাস্ট প্রোজেক্ট চালু করা,
১১। বন্ধের তালিকাভুক্ত খনিগুলি ছাড়া অন্যান্য কয়লাখনি থেকেও অতিরিক্ত শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই করা,

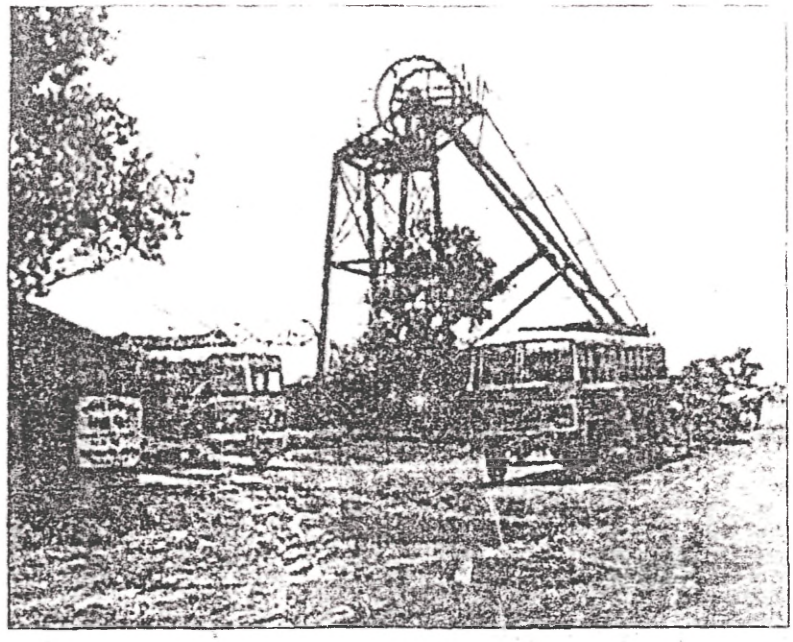

১২। প্রয়োজন অনুযায়ী কয়লাখনিতে শ্রমিক-কর্মচারী পদনির্বিশেষে যে-কোনও কাজে লাগানো,
১৩। স্বেচ্ছাবসরের জন্য শ্রমিকদের বাধ্য করা,
১৪। দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া থাকলেও আর কোনও নিয়োগ না করা,
১৫। জমিহারা ও বাস্তুচ্যুতদের চাকুরি দেওয়া বন্ধ করা,
১৬। দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে মৃত শ্রমিকের আশ্রিতদের চাকুরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকলেও তা আর কার্যকর না করা... ইত্যাদি।

এজাতীয় শ্রমিক-স্বার্থবিরোধী এবং পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের নজির মেলা ভার। এ-সবের মূল উদ্দেশ্য হলো ই.সি.এল-এর অলাভজনক খনিগুলি বন্ধ করে দিয়ে সেসব খনির শ্রমিকদের ছাঁটাই করে লাভজনক খনি বা প্রোজেক্টগুলি বে-সরকারি হাতে অর্পণ করা। সেই উদ্দেশ্যেই যে-কোনও প্রকারে ই.সি.এল-কে বি.আই.এফ.আর-এর আওতার বাইরে নিয়ে আসতে হবে।

ই.সি.এল-এর সবগুলি পুনরুজ্জীবন প্রকল্পই বস্তুতপক্ষে এই অঞ্চলের কয়লা খনিশিল্পকে চরম বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেবে।

With best compliments of

Mobile : 9434114316
Ph : (0341) 2231613

TAMKAN

KANAN KUMAR ROY
Designer Constultant & Engineer

Netaji Road, Santinagar, Burnpur, Burdwan
Email : tamkan53@rediffmail.com

SI No 317